আলোকিত মানুষ, আলোকিত ক্ষণ

লিখেছেন **জয়ন্ত আচার্য**

প্রমথ চৌধুরী তার বই পড়া প্রবন্ধে লিখেছেন, এ যুগে যে জাতির জ্ঞানের ভান্ডার শূন্য সে জাতির ধনের ভাঁড়েও ভবানী। জ্ঞানের ভান্ডার সমৃদ্ধ করতে হলে বই পড়ার বিকল্প নেই। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের তিন দিনব্যাপী আয়োজিত রাজধানীর স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের বই পড়া কর্মসূচির পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বার বার এ কথাটিই প্রতিধ্বনিত হয়েছে। বক্তারা দেশের আজকের পরিণতির জন্য দায়ী করছেন বইয়ের জ্ঞানের আলোতে উদ্ভাসিত মানুষের অভাবকে। তারা বলেছেন, সমৃদ্ধ দেশ গড়তে হলে চাই আলোকিত মানুষ। বই পড়ার মাধ্যমে আলোকিত মানুষ গড়ার জন্য বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ব্যতিক্রমধর্মী এ

পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন লুৎফর রহমান সরকার

ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দিচ্ছেন অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

আয়োজন। ৮ থেকে ১০ মার্চ তিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে রাজধানীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাড়ে চার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর হাতে পুরস্কার তুলে দেয়া হয়েছে। কিশোর-তারুণ্যের কলতানে মুখরিত হয়েছে কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরির শওকত ওসমান মিলনায়তনের সামনে সবুজ প্রাঙ্গণ।

পুরস্কৃত হলো যারা

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র গত আঠারো বছর ধরে সারা দেশে বই পড়া কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছে। দেশের প্রায় এক লাখ ছাত্র-ছাত্রী কেন্দ্রের কর্মসূচির মাধ্যমে বই পড়ার সুযোগ পাচ্ছে। রাজধানীতে প্রায় একশ'টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে

বেলুন উড়িয়ে উদ্বোধন

কর্মসূচি চলছে। বছরে তিন মাসব্যাপী চলে কেন্দ্রের বই পড়ার কর্মসূচি। স্কুল-কলেজের পরীক্ষার ফাঁকে ফাঁকে। গত বছর কর্মসূচিতে রাজধানীতে ২৪ হাজার শিক্ষার্থী অংশ নিয়েছে। তারা স্কুলে বসেই পেয়েছে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের বই। বয়স ও ক্লাসের উপযোগী বই। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের তরুণ কর্মীরা এ বই পৌঁছে দিয়েছে শিক্ষার্থীদের হাতে। সারা বছর ন্যূনতম ১৬টি বই প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তুলে দেয়ার চেষ্টা হয়েছে। যারা সাতটি বই পড়েছে তারা পেয়েছে স্বাগত পুরস্কার। দশটি বই পড়ুয়া পেয়েছে শুভেচ্ছা পুরস্কার। ১৩টি বইয়ের পাঠককে অভিনন্দন পুরস্কার তুলে দেয়া হয়েছে। ১৬টি বইয়ের পাঠক পেয়েছে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র পুরস্কার। যে প্রতিষ্ঠানে ১৫ জনের বেশি বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের পুরস্কার পেয়েছে তাদের করা হয়েছে আরো উৎসাহিত। তাদের স্কুলের বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের পুরস্কারপ্রাপ্তদের মধ্যে লটারি করা হয়েছে। লটারি বিজয়ীদের এক হাজার টাকার বই দেয়া হয়েছে। বিএএফ

মুখরিত পাবলিক লাইব্রেরী প্রাঙ্গণ

শাহীন স্কুলের ২৪ জন পেয়েছে এ পুরস্কার। লটারি বিজয়ী হয়েছে মোঃ রফিকুল ইসলাম। অগ্রণী গার্লস স্কুলের লটারি বিজয়ী জুলেরা ফাহিন। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের বই পড়া কার্যক্রম যেমন চলছে রাজধানীর স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভিকারুন নিসা নূন স্কুলে, তেমনি ঢাকার প্রান্তের স্কুল কালাচাঁদপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সমন্বয়কারী গোলাম কিবরিয়া। তিনি কেন্দ্রের বই পড়া কার্যক্রম সম্পর্কে ২০০০কে বলেন, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের কর্মসূচিকে আমরা সারা দেশে ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করছি। আমরা আগামী দুই বছরের মধ্যে এ কর্মসূচিকে প্রতিটি জেলা ও থানা পর্যায়ে নিয়ে যাবো। স্কুলগুলোতে কেন্দ্রের বই পড়া কর্মসূচি চালাতে সমস্যা হয় কি না? এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমাদের তেমন কোনো সমস্যা হয় না। অধিকাংশ স্কুলের শিক্ষকরাই উৎসাহিত হয়ে কর্মসূচি সফল করার চেষ্টা করেন।

মুখরিত প্রাঙ্গণ

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের তিন দিনব্যাপী স্কুলভিত্তিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান পরিণত হয়েছে ক্ষুদে পাঠকদের মহামিলন মেলায়। রাজধানীর বিভিন্ন স্কুলের উৎসুক ছাত্র-ছাত্রীরা নির্দিষ্ট সময়ে পাবলিক লাইব্রেরির শওকত ওসমান মিলনায়তন প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়েছে। তাদের উৎসাহ দিতে স্কুলের শিক্ষক ও অভিভাবকরা এসেছেন। পুরস্কার বিতরণীর প্রথম দিন ৮ মার্চ। সকাল সাড়ে নয়টায় স্কুল পোশাক পরিহিত রাজধানীর ১৪টি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা উপস্থিত হয়। বসে পড়ে তারা নির্ধারিত স্থানে। ঠিক ঘড়ির কাঁটায় দশটায় সহস্র করতালির মধ্যে বেলুন উড়িয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করা হয়। পরে শুরু হয় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আলোচনা পর্ব। আলোচনায় শুভেছা বক্তব্য রাখেন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, বিশিষ্ট শিশু সাহিত্যিক ব্যাংকার লুৎফর রহমান সরকার, শিল্পপতি মাহবুব জামিল। শুভেচ্ছা বক্তব্যে অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ বলেন, প্রকৃত অর্থে উচ্চ মূল্যবোধসম্পন্ন, শক্তিমান আলোকিত মানুষ ছাড়া উন্নত দেশ গড়ে তোলা সম্ভব নয়। আমরা দেশে আলোকিত মানুষ গড়ার কার্যক্রম চালাচ্ছি। তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশে বলেন, তোমরা জানো, বইয়ের কালো লাইনগুলোর মাঝে আলোর বিচ্ছুরণ রয়েছে। এ আলোর বিচ্ছুরণ আমাদের আত্মাকে উজ্জীবিত করে। পৃথিবীর বড় মাপের মানুষ তাদের আত্মার সমস্ত আলো বইয়ের মধ্যে কালো অক্ষরে লিখে

বক্তব্য রাখছেন সিঙ্গার বাংলাদেশের পরিচালক মাহবুব জামিল

গেছেন। বই পড়ে আমরা বরেণ্য মনীষীদের আত্মার দীপ্তমান আলোতে আলোকিত হতে পারি। দেশে আজ সহস্র লাখ আলোকিত মানুষের প্রয়োজন। শুভেচ্ছা বক্তব্যে লুৎফর রহমান সরকার বলেন, মানুষের উন্নতি ছাড়া দেশের উন্নতি সম্ভব নয়। পৃথিবীতে অনেক সম্পদে ভরপুর দেশ রয়েছে তবু তারা গরিব। কারণ তারা উন্নত মানুষ তৈরি করতে পারেনি। শুধু উন্নত মানুষের কারণে প্রাকৃতিক সম্পদহীন অনেক দেশই খুব ধনী। জাপান আমাদের বড় দৃষ্টান্ত। তিনি বলেন, আজকে চলছে সৃজনশীলতার শতাব্দী। সৃজনশীলতার অন্তর্নিহিত শক্তি দিয়ে প্রতিযোগিতার এ বিশ্বে আমাদের টিকে থাকতে হবে।

মাহবুব জামিল বলেন, সোনার বাংলা গড়তে হলে সোনার মানুষ চাই। বই-ই পারে সোনার মানুষ গড়তে। শুভেচ্ছা বক্তব্যের পরে শুরু হয় পুরস্কার বিতরণ। সারিবদ্ধভাবে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা মাইকের সামনে দাঁড়ায়। গর্বের সঙ্গে নিজের নামটি বলে। অতিথি বক্তা মাহমুব জামিলের হাত থেকে পুরস্কার তুলে নেয়। বই পড়ার পুরস্কারে ওরা বই পেল। ৮ মার্চ সকালে অনুষ্ঠানে ১১১৭ জনকে পুরস্কৃত করা হয়।

ভিকারুন নিসা নূন স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী সানজিতা মৌসুমী। সানজিতা পেয়েছে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের বিশেষ পুরস্কার। চারটি বই পুরস্কার পেয়ে সানজিতা ভীষণ খুশি। সে ২০০০ কে বলে, ক্লাস সিক্স থেকেই আমি বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের বই পড়ি। বই পড়তে খুব ভালো লাগে। গত বছর আমি ৩২টি বই পড়েছি। তবে 'দিপু নম্বর টু' বইটি সবচেয়ে ভালো লেগেছে। ভালো লেগেছে বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসুর আত্মজীবনী। পুরস্কার পেয়েছে উদয়ন স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র প্রান্ত দাস। প্রান্ত সুযোগ পেলেই কেন্দ্রের বিজ্ঞান ও

আবিষ্কারধর্মী বই পড়ে। প্রান্ত জানায়, সে প্রতিদিন ২-৩ ঘন্টা কেন্দ্রের বই পড়ে। এতে ক্লাসের পড়ালোখার ক্ষতি হয় না। তবে প্রান্ত বেশ ক্ষুব্ধ স্কুলের শিক্ষকদের ওপর। প্রান্ত জানায়, স্কুলে শিক্ষকরা অন্য বই পড়তে দেখলে নিয়ে যান। কখনো বা বকা দেন। এ কারণে স্কুলে কেন্দ্রের বই পড়তে ভয় লাগে। প্রান্তের একই ক্লাসের ছাত্র ওয়াসী দীন আহমেদও পুরস্কার পেয়েছে। ওয়াসী জানায়, তার ভালো লাগে অ্যাডভেঞ্চারের বই পড়তে। বড় মনীষীদের ছেলেবেলার জীবনী পড়তে। সাভার ক্যান্টঃ পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজের ছাত্র রিসাবী জামিল সিদ্দিক পেয়েছে কেন্দ্রের পুরস্কার। ছেলেকে নিয়ে এসেছেন মা মিসেস জামিল। তিনি ২০০০কে বলেন, মানসিক বিকাশের জন্যই আমাদের ছেলে-মেয়ের হাতে বিভিন্ন জ্ঞানের বই তুলে দিতে হবে। আসলে অভিভাবকদেরই বই পড়ার জন্য সন্তানকে উৎসাহিত করতে হবে। কেন্দ্রের বই পড়ায় স্কুলের পড়ালেখার ক্ষতি হয়, এমন খোঁড়া যুক্তি মিসেস জামিল মানতে রাজি নন। তিনি বলেন, আমার ছেলে অবসর সময় বই পড়ে। দুপুরে ঘুমাতে যাবার আগে। কখনো বা রাতে বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়ে। মগবাজার বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা মাহমুদা খানম তার স্কুলের ছাত্রীদের নিয়ে এসেছিলেন। এ স্কুল থেকে ৬৯ জন কেন্দ্রের পুরস্কার পেয়েছে। তার মধ্যে শুধু ষষ্ঠ শ্রেণীতে ৩১ জন। কেন্দ্রের স্কুলের বই পড়া কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করে মাহমুদা খানম ২০০০কে বলেন, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের এ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য খুবই মহৎ। গত ৬-৭ বছর ধরে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র আমাদের স্কুলে বই পড়া কর্মসূচি পরিচালনা করছে। আমরা স্কুলের শিক্ষকরা এ কার্যক্রমে সর্বাত্মক সহযোগিতা দিচ্ছি। অনুষ্ঠানের বিকালের পর্বে রাজধানীর ১৬ স্কুলের ১০২৩ জন ছাত্র-ছাত্রীকে পুরস্কৃত করা হয়। ৯ মার্চ পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিন অতিবাহিত হয়েছে। এ দিন অনুষ্ঠান শুরু হয় বিকাল তিনটায়। রাজধানীর ১৮টি প্রতিষ্ঠানের সহস্রাধিক ছাত্র-ছাত্রী দুপুরের বেশ গরমের মাঝেও সমবেত হয়। এ দিন পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ, শিশু সাহিত্যিক আলী ইমাম। বক্তারা বইয়ের মাধ্যমে উন্নত মানুষ হয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের গড়ে ওঠার আহ্বান জানান। দ্বিতীয় দিনে ২৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১০৬৮ জন শিক্ষার্থী পুরস্কার গ্রহণ করেন। ক্ষুদে পাঠকদের মিলন মেলা ১০ মার্চ বিকালে শেষ হয়েছে। এ দিন পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ঔপন্যাসিক ইমদাদুল হক মিলন, অর্থনীতিবিদ আতিউর রহমান ও জাদু শিল্পী জুয়েল আইচ। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বই পড়া উৎসাহিত করতে নিডো পুরস্কার বিতরনীর অনুষ্ঠানটিকে স্পন্সর করেছে।

সমাজ বিনির্মাণে প্রয়োজন আলোকিত মানুষ

অনেক ত্যাগ, তিতিক্ষা ও আত্মদানের মধ্যে জন্ম এদেশ। আজ অজ্ঞতা ও অশিক্ষার কালো মেঘ সেই স্বপ্নকে যেন ক্রমেই মলিন করে দিচ্ছে। তাই আজ সবচেয়ে বড় প্রয়োজন জ্ঞানের আলোতে প্রজ্বলিত আলোকিত মানুষ। তিন দিনব্যাপী পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের মুখে বার বার এ কথাটি প্রতিধ্বনিত হয়েছে। তিনি ২০০০কে বলেছেন একই কথা। তিনি বলেন, বই পড়ার কার্যক্রমকে আমি দেশের প্রত্যন্ত জনপদে ছড়িয়ে দিতে চাই। দেশ বিনির্মাণের জন্য প্রয়োজন সহস্র, লাখ আলোকিত মানুষ। বইয়ের জ্ঞানে যারা আলোকিত মানুষ। বই পড়া ছাড়া আলোকিত মানুষ হতে পারে না। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে তিনি বলেন, প্রতিবছর স্কুলে অনুষ্ঠানটি করা হতো। এ বছর প্রথম সাড়ম্বরে অনুষ্ঠানটি করা হচ্ছে। যাতে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা বই পড়তে আরো উৎসাহিত হয়। বই পড়ার আনন্দ উপভোগ করতে পারে।

তিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে পুরস্কার নিয়েছে সাড়ে চার হাজার ছাত্র-ছাত্রী। পুরস্কার পেয়ে তারা হয়েছে আবেগাপ্লুত। আনন্দে আত্মহারা। তারা পরিচিত হয়েছে দেশের বরেণ্য লেখক, সাহিত্যিক ও শিক্ষকদের সঙ্গে। এ পুরস্কারের আনন্দ তার বই পড়ার উৎসাহকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। বলল, রামপুরা একরামুন্নেসা বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী শরিফা জাহান। হয়তো শরিফা একদিন হয়ে উঠবে আলোকিত মানুষ। তার মতো এক এক করে দেশে জন্ম নেবে সহস্র, লাখ আলোকিত মানুষ। এক দিন তারাই পাল্টে দেবে দেশের সার্বিক চেহারা। আধুনিক বাংলাদেশ গড়ে তুলবে। এ স্বপ্নই ছিল আয়োজক ও বক্তাদের চোখে।